প্রশিক্ষিত কর্মীই রাজনৈতিক দলের প্রাণ

জিয়াউর রহমান

দলের আদর্শকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সর্বক্ষেত্রে কর্মসূচী এবং যেই কর্মসূচীর বাস্তাবায়ন রাজনৈতিক দলের জন্য অপরিহার্য কারণ সংগঠন ছাড়া রাজনীতি করা যাবে না, কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যাবে না। কিন্তু সংগঠন যে আমরা করব সেই সংগঠনের ভিত্তি হতে হবে তার আদর্শ। তাই পার্টির সংগঠনে যারা থাকবেন তাদেরকে পার্টির আদর্শ অবশ্যই জানতে হবে। কেবলমাত্র জানলেই চলবে না সেটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। আমরা অনেক কিছুই জানি, অনেক কিছুই বুঝি কিন্তু অনেক সময় বিশ্বাস করি না। সেই বিশ্বাস না থাকলে দল সংগঠন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দলে যারা রয়েছেন কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ, যারা রয়েছেন কর্মী তাদেরকে বাংলাদশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ জানতে হবে, বুঝতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই বিশ্বাসে অনুভূত হয়ে, আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমাদের পার্টি বলতে গেলে বছর দুয়েকের পার্টি। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে আমরা এই পার্টি গঠন করি। আজ এই দুই বছরের মধ্যে আমরা পার্টিকে মোটামুটিভাবে সংগঠিত করেছি কিন্তু পার্টির মধ্যে গলদ রয়েছে। এটা স্বাভাবিক। তবে আমাদের পার্টি সেই গলদগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের পার্টির আদর্শের প্রয়োজন, পার্টির আইন-কানুনের প্রয়োজন। যদি আমাদের মধ্যে কেউ পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী না হয় তবে সেই আইন-কানুন, পার্টির আইন-কানুন, সে মানতে পারে না কিংবা পার্টির নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সে কাজ করতে পারে না। তাই আজ আমাদের পার্টিতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে, আমাদের পার্টিতে সেই আদর্শকে আমাদের প্রত্যেককে আয়ত্তে আনতে হবে এবং সেই জন্যেই আমরা পার্টির আদর্শে শিক্ষা গ্রহণ করতে চলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী এক সপ্তাহ যে আমাদের শিক্ষা ক্লাস চলবে তাতে আপনারা যা কিছু জানেন, শিখেছেন, চিন্তা ভাবনা করেছেন সেইগুলিও আপনাদেরকে বলতে হবে। আমাদের ক্লাস চলবে মোটামুটি আলোচনা ভিত্তিক। সেখানে একচেটিয়া বক্তৃতা হবে না। বরঞ্চ আপনাদের মধ্য থেকে আপনারা আলাপ আলোচনা করবেন, আপনাদের বক্তব্য রাখবেন। আপনারা যেটা বুঝতে পেরেছেন সেটা বলবেন। যাতে করে আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যদি ভুল বুঝাবুঝি থাকে কিংবা জ্ঞানের ফাঁক থাকে সেইগুলি পূর্ণ করবেন। আজ থেকে আমাদের যে শিক্ষা ক্লাস চলছে এটা অবশ্যই আমাদের পার্টির জন্যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয় ঐতিহাসিকও বটে। কারণ এরপর সারাদেশব্যাপী একরকম শিক্ষার আয়োজন করব এবং যে চিন্তাধারা করেছেন, বা বিবেচনা করেছেন এবং কারা এই আদর্শের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলিতে এগিয়ে যেতে পারবেন। এই শিক্ষা ক্লাস শেষ হবার পর আমরা আপনাদের মধ্যে থেকেই ছোট ছোট গ্রুপ করে দিব এবং সেই গ্রুপগুলি জেলা পর্যায়ে গিয়ে একরকম আদর্শগত শিক্ষা শিবির আয়োজন করবেন। আপনারা অবশ্যই এই শিক্ষা ক্লাসের প্রোগ্রাম দেখেছেন, কর্মসূচী দেখেছেন। আমরা সাধারণত ঃ এইভাবে ক্লাস চালিয়ে যাব। যেখানে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে বের হয়েছে। যেখানে বইতে লেখা রয়েছে সেটা পড়ার পর প্রাথমিকভাবে আমরা আর একটি লেকচার দিতে পারি এবং এর পর আপনাদের বক্তব্য রাখবেন। প্রতিদিন তার আগের দিনে যা কিছু আমরা শিখলাম, জানলাম তার উপরে ছোট্ট পরীক্ষা হবে। আপনারা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন যে আপনারা কতদূর শিখলেন, জানলেন এবং কোথায় ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। কারণ জীবন হলো প্রতিদিনের একটি পরীক্ষা এবং সেই জন্যে আমরা যা কিছু শিখলাম নিশ্চয়ই সেটা আমাদেরকে যাচাই করে নিতে হবে যে, আমরা কি শিখলাম। আমরা শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছি এই জন্যেই আমাদের যে টপ ব্রেন আছে পলিটিক্যাল পার্টিতে, তাদেরকে নিয়ে আমরা বসেছি। এই আদর্শগত দিকটি আপনাদেরকে আয়ত্তে আনতে হবে কারণ আয়ত্তে না আনলে আপনারা নিজেরাই কাজ করতে পারবেন না। আমাদের অনেকের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব আছে। এটা মানসিকভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-আপনাদের মনের মধ্যে। কারণ আপনারা অনেকেই কিন্তু এমনি এসে গেছেন পার্টিতে বিভিন্ন কারণে। এখন এই দ্বন্দ্ব দিয়েই আমাদের সব ঠিক করতে হবে। হয় থাকবেন-না হয় থাকবেন না। এখন আমাদের সময় এসেছে যে, আটা চালে চালনি দিয়ে, আমাদেরকে আদর্শের চালনি দিয়ে এখন বেছে নিতে হবে আপনাদেরকে।

কোন রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মকে ভিত্তি করে হতে পারে না। ধর্মের একটা অবদান থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনই রাজনীতি করা যেতে পারে না। আমাদের এখানেই অতীতে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সময়ে যখনই রাজনীতি করা হয়েছিল সেটা বিফল হয়েছে। কারণ ধর্ম ধর্মই। আমাদের অনেকে আছে যারা আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধর্ম গুলি রয়েছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। রাজনীতির রূপরেখা বানাতে চেষ্টা করেন এবং আমরা বার বার দেখেছি তারা বিফল হয়েছে। কেবলমাত্র মুসলমান নেতৃবর্গ নয়, হিন্দু নেতৃবর্গের মধ্যে রয়েছে এবং অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে– একটা রাজনৈতিক দল ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। ধর্মের অবদান থাকতে পারে রাজনীতিতে। এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে যে কথাগুলি আমি বললাম, আশা করি আপনারা বুঝলেন। আমি হাসি-ঠাট্টা করে অনেক কথা বলেছি কারণ সব সময় যদি সিরিয়াসলি বলি তাহলে আপনারা সব কিছু বুঝতে পারবেন না।

(প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে দেয়া বক্তব্য থেকে)

'আমাদের অঙ্গীকার ও আনুগত্য দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি।'

বিএনপি : সাফল্য ও অবদান

* স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত এই দল জাতীয় ঐক্য ও সমন্বয়ের রাজনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে দ্বিধা-বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।
* সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন ও জাতীয় মূলনীতিতে মহান আল্লাহ'র ওপর আস্থা স্থাপন।
* সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই দল দেশে একদলীয় বাকশালী স্বৈরশাসনের ধ্বংসস্তূপ থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছে।
* বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।
* ঔপনিবেশিক আমলের নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক ধারার অবসান ঘটাতে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী আধুনিক রাজনীতির প্রবর্তন করেছে।
* এই দল স্বাধীনতার মৌল চেতনা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্যের আলোকে জাতিকে উপহার দিয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মহান দর্শন, মর্যাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমণ্ডিত পরিচয়ের পতাকা।
* বাকশালী জুলুম, লুণ্ঠনে হতাশ জনগণের মধ্যে জাগরণ এনেছে নতুন প্রত্যাশা, প্রত্যয় ও কর্মের।
* তলাবিহীন ঝুড়ির দুর্নাম ঘুচিয়ে বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।
* দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মুছে দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নীত করেছে খাদ্য রফতানীকারক দেশের মর্যাদায়।
* এই দল জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ়করণ, নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ, ধর্মীয় মূল্যবোধের সুরক্ষা, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে।
* বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে এনেছে কর্মচাঞ্চল্য।
* স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি পালন করেছে আপসহীন ভূমিকা।
* দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রবর্তনে বিএনপি পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা।
* জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে আরো শক্তিশালীকরণ।
* নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন, বিনা বেতনে শিক্ষা, নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থান, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
* জাতীয় বাজেটে বিদেশ-নির্ভরতা কমিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।
* জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান যোগ।
* যমুনা ব্রীজসহ বড় বড় স্থাপনা এবং সারা দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য।
* শিশু-কিশোর-তরুণ এবং অনুন্নত গোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ও যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
* বিদ্যুতের স্পর্শে আলোকিত করেছে হাজার বছরের অন্ধকার গ্রামগুলোকে।
* ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষসহ কৃষিনির্ভর বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপক জাগরণ এনেছে।
* বনায়ন, পুষ্পায়নসহ পরিবেশ-বান্ধব অসংখ্য কর্মসূচি গ্রহণ।
* মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি।
* দেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করতে তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটারসহ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রাধিকার দান।

যেখানেই সুন্দর, শুভ, সম্ভাবনা ও উন্নয়নের চিহ্ন সেখানেই রয়েছে বিএনপির কল্যাণময় ছোঁয়া।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশনেত্রীর শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি দলের নেতা-কর্মী শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভলগ্নে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার মহান ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। আমি স্মরণ করছি সেই সব প্রথিতযশা রাজনীতিবিদদের যাঁরা এ দল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমি শ্রদ্ধা জানাই সেই নেতাকর্মীদের যাঁরা বিএনপি'র দীর্ঘ পথপরিক্রমায় দলকে সংগঠিত করতে অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন।

প্রতিষ্ঠার পর দু'যুগ পার করেছে বিএনপি। বহু বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শহীদ জিয়ার আদর্শের পতাকা সমুন্নত রেখে বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা আজও দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পতাকা নিয়ে। জনগণের এই দলটি আজ দেশের বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন সফলভাবে ঘটিয়ে বিএনপি আজ একটি নন্দিত গণসংগঠনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বিএনপি শুধু এর নেতা-কর্মীদের নয়, জনগণের রাজনৈতিক দল হিসেবে সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভলগ্নে আমি বিএনপি'র প্রতিটি নেতা-কর্মীকে আহ্বান জানাবো শহীদ জিয়ার আদর্শ ও কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথ নেয়ার। আগামী দিনগুলোতে যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় আমাদের গড়ে তুলতে হবে ইস্পাতকঠিন দৃঢ় ঐক্য। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সবাইকে বিএনপি-সূচিত উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতির ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যও আমি আহ্বান জানাই।

আমি বিএনপি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সকল কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

বিএনপি : উত্থান ও বিকাশের দুই যুগ

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দুই যুগ অতিক্রম করেছে। মহাকালের পরিমাপে দুই যুগ খুব একটা বড় সময় নয়। কিন্তু আমরা যদি কোনো কিছুকে সময়ের দৈর্ঘ্য দিয়ে পরিমাপ না করে গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিয়ে পরিমাপ করি তাহলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের এই দুই যুগই অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে-সব ইতিবাচক অর্জন নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার অন্যতম একটি। আমাদের এই দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক। তাঁর গড়া দলের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। একই ভাবে তিনি দেশের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীদের জন্য রেখে গেছেন একটি টেকসই প্লাটফরম। শহীদ জিয়ার কর্ষণ করে যাওয়া জমিতে আমরা ফসল বুনছি, ফসল তুলছি।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অঙ্গীকার-চেতনা থেকে আওয়ামী লীগ সরে গিয়েছিল ক্ষমতায় বসার পর-পরই। এমনকি তারা মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে জাতির বিশ্বাসও ভঙ্গ করেছে। এ-কারণে খুব অল্প দিনের মধ্যেই তারা শুধু জনবিচ্ছিন্ন নয়, জনগণের কাছে অবান্তর হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের মধ্যপন্থী রাজনীতিতে নেতৃত্বের যে সংকট সৃষ্টি হয় তাতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নেতা হিসেবে উত্থান ঘটে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এবং প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদে দল হিসেবে উত্থান ঘটে বিএনপি'র।

বিএনপি'র উত্থান ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে যায় তৎকালীন আওয়ামী লীগের পতনের কারণসমূহ। দু'টি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যে-সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের পতন ঘটেছিল, সে-সব ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বিএনপি হয়েছে নন্দিত ও আস্থাগ্রাহ্য।

মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে জনগণের আকাঙ্খা ছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটি মানবিক সমাজ। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য সব বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করে কায়েম করেছিল একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসন বাকশাল। তারা হত্যা করেছিল বিরুদ্ধ মতের ত্রিশ হাজার দেশপ্রেমিককে। জেলে আটক করেছিল ষাট হাজারকে। তারা চারটি মুখপত্র রেখে বন্ধ করে দিয়েছিল সব সংবাদপত্র। তারা বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ জারি করে বিভিন্ন কালাকানুন।

স্বাধীনতাকে ঘিরে জনগণের স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসেই শুরু করে বর্গীর লুণ্ঠন। তাদের সীমাহীন লুণ্ঠনে দেশে নেমে এলো প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষ। লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারা গেল না খেয়ে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলল। সারা দেশে নেমে আসে নৈরাজ্য।

স্বাধীনতার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ বাংলাদেশকে পেতে চাইল একটি পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসেবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের উগ্র ভারত তোষণ হতাশ করল জনগণকে।

আওয়ামী লীগ তাদের মূলনীতি হিসেবে যে চারটি স্তম্ভের কথা ঘোষণা করেছিল তার প্রতিটির সঙ্গেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগেরই আরেক অংশের রাজনৈতিক পৌরহিত্যে পতন ঘটে শেখ মুজিব সরকারের। এরপর আসে ৭ নভেম্বর। অভ্যুত্থান–পাল্টা অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ যখন মহা সংকটের সম্মুখীন হয় তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আবার ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়ে হাজির হন – যে ভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে জনগণকে রক্ষা করেছিলেন হতাশা-অনিশ্চয়তা থেকে। এই পর্বে তিনি দেশকে রক্ষা করেন সঙ্কট থেকে, সেনাবাহিনীকে রক্ষা করেন ধ্বংসের হাত থেকে। জনগণ ও সেনাবাহিনীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তখন তিনি দেশের হাল ধরেন। সেই পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ ত্রাতার ভূমিকায় জিয়াউর রহমানকে কামনা করেছিলেন খুবই সঙ্গত যুক্তিতে। কারণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই জনগণের হৃদয়ে গাঁথা ছিল তাঁর নামটি। এছাড়া মুজিব হত্যাকান্ড, চার নেতা হত্যাকাণ্ড, খালেদ মোশারফ ও তার অনুসারীদের হত্যাকাণ্ড, সেনা অফিসার হত্যাকাণ্ড এ সবের কোন কিছুতেই তিনি জড়িত ছিলেন না। বরং খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় বসার পর জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয়। এসব কারণে সেই সময়ে জিয়াউর রহমানের গ্রহণযোগ্যতাই ছিল সবচেয়ে বেশি। যদিও ক্ষমতা অর্জনের জন্য জিয়াউর রহমান কোনো চেষ্টাই করেননি। সমকালে তাঁর বিকল্প ছিলনা বলেই তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছেল সেই দায়িত্ব - ৭ নভেম্বরের পর জনগণও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে।

জিয়াউর রহমান যখন হাল ধরেন তখন দেশে চলছে খন্দকার মোশতাকের জারি করা আংশিক ও খালেদ মোশাররফের জারি করা পূর্ণ সামরিক শাসন। কিন্তু শহীদ জিয়া জানতেন সামরিক শাসন বাংলাদেশের জনগণের নিয়তি হতে পারেনা। সামরিক শাসনে শাসিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেনি। শেখ মুজিব তার দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে চিরকাল গণতন্ত্রের কথা বলে নিজে গণতন্ত্র হত্যা করেছেন, আর জিয়াউর রহমান দেশের হাল ধরার পরে প্রথমে সামরিক অর্ডিন্যান্স জারি করে শেখ মুজিব আরোপিত অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করেছেন এবং দেশকে দ্রুত বেসামরিক শাসনে ফিরে যেতে উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশ থেকে সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনেই তখন যুগোপযোগী এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার ধারক-বাহক একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তখন বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলি সে শূন্যতা পূরণে সক্ষম ছিল না। আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছিল। সিপিবি-ও– মোজাফ্ফর ন্যাপ বাকশালে যোগ দিয়ে নিজেদের বিতর্কিত করে ফেলেছিল। তখন ধর্ম-আশ্রয়ী দলগুলি ছিল নিষিদ্ধ। জাসদ, ভাসানী ন্যাপসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের জুলুমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় জিয়াউর রহমান শূন্যতা পূরণে ও দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে সমন্বয়ের রাজনীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি আধুনিক দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সমকালে এই সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিক। প্রথমেই তিনি সরাসরি দল গঠনের দিকে গেলেন না। বেসামরিক শাসন প্রবর্তনের প্রথম ধাপ হিসাবে তিনি ১৯৭৭ সালের মে মাসে মেমোরেন্ডাম দেন। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে তিনি উপহার দেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সে নির্বাচনে বিরোধী দলের ঐক্য-মোর্চার প্রার্থী জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী জিয়াউর রহমানের নিকট এক কোটি দশ লাখ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। এরপর গঠিত হয় জাগদল। তারপরে আরো কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর এই ফ্রন্ট ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিএনপি গঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২০০টি আসন লাভ করে। শহীদ জিয়ার আদর্শ-লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে এই বিএনপি।

জন্মের পরই এই দল পায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গণভিত্তি। এর কারণ, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের অতীত ছিল উজ্জ্বল ভূমিকায় ভরপুর। সমন্বয়পন্থী এই দলে অন্যান্য দল, মত ও স্রোত থেকে অনেকে যোগ দেন। বাকশালী আজাব ও সামরিক শাসনের অবসানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে কাজ করে বিএনপি। এই দল এদেশের মানুষকে উপহার দেয় তাদের জাতিসত্তার ইতিহাস-নির্ভর পরিচয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতকতায় মানুষ যখন হতাশ, তখন বিএনপি স্বপ্নে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে জনগণকে। বিএনপি জনগণকে ফিরিয়ে দেয় তাদের হৃত গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার। এই দলে গড়ে ওঠে পরমত সহিষ্ণুতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি। শহীদ জিয়ার সততা, স্বচ্ছতা, দেশপ্রেম, নির্লোভ চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবন জনগণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। বিএনপি শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে দ্রুত দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মুছে দিয়ে দেশকে খাদ্য রফতানিকারক দেশের তালিকায় নিয়ে যায়। বিশ্বের দরবারে তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ ঘুচিয়ে সম্মানের কাতারে নিয়ে যায়। ঠিক এ সময় চক্রান্তকারীরা হত্যা করে জিয়াউর রহমানকে। তৃতীয় বিশ্বের একজন মহান জাতীয়তাবাদী নেতা এবং তার গড়া জাতীয়তাবাদী দলের অগ্রগতি রোধ করাই ছিল সেই হত্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু চক্রান্তকরীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ বিএনপি ততোদিনে এদেশের মাটি ও মানুষের দলে পরিণত হয়েছে। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার এক কোটিরও বেশী ভোটে পরাজিত করেন আওামী লীগ প্রার্থীকে। এরপর চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রের পথ ধরে। জেনারেল এরশাদ বন্দুকের জোরে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ। শুরু হয় স্বৈরশাসন।

জাতির নতুন ক্রান্তিকালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হাল ধরেন দলের। একটানা নয় বছর বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরাজিত করেন স্বৈরশাসকদের। এ সময় জোটের অনেক মিত্র জোট ছেড়ে গেছে, দলের অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বৈরশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নেমে আসে স্বৈরশাসকদের চরম জুলুম। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাহাড়ের মতো অটল থেকে আপোসহীন ভূমিকা দিয়ে জয় করেন এদেশের মানুষকে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। স্বৈরাচারের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশকে পরিণত করে ইমাজিং টাইগারে, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দেশে।

ইতিহাসে মানুষের সংগ্রাম এবং বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত পাশাপাশি চলে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিএনপি'কে দেশ পরিচালনার পাশাপাশি মোকাবেলা করতে হয়েছে অসংখ্য চক্রান্ত, ধ্বংসাত্মক তৎপরতা। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতায় বসেই তারা বিএনপি'কে ধ্বংসের নীলনকশা তৈরি করে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আওামী লীগ-দুঃশাসনের পাঁচটি বছর বিএনপি'র ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এক দুঃসহ সময়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসার পর বিএনপি'র অনেকের মধ্যে নেমে এসছিল হতাশা। ভীত হয়ে পড়েছিলেন কেউ-কেউ। এমনকি দলীয় কার্যালয়ে আসতেও অনেককে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেছে। দলের সেই অবস্থায় যে-ই আমরা সংগঠন গোছানোর কাজে হাত দেই, অমনি আমাদের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর নেমে আসে আওয়ামী লীগ সরকার ও সে দলের পাশবিক জুলুম। দেশে আইনের শাসন অবলুপ্ত করে তারা হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বিএনপিকে চিরতরে নির্মূল করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাদের পাশবিক আক্রমণে শত শত মা হারিয়েছেন তাদের প্রিয় সন্তান, হাজার হাজার নেতাকর্মী হয়েছেন জখম। আমাদের লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় জর্জড়িত হয়েছেন, হারিয়েছেন তাদের বিষয়-সম্পদ। হাজার-হাজার সাজানো সংসার তছনচ হয়ে গেছে। আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী-সমর্থক হয়েছেন বাড়িঘর ছাড়া। দলের সেই দুর্দিনে আবার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাহাড়ের মতো অটল থেকে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিয়েছেন নির্ভুল দিক-নির্দেশনা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় আমরা বিগত সংসদ নির্বাচনে অর্জন করেছি দলের জন্য এক বিরাট সাফল্য। এই সাফল্য নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং জনগণের জানমাল–সম্মান ও আইনের শাসন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই ভূমিকা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শুধু দেশ-জাতিই নয়, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যুগান্তকারী নেতৃত্ব চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে। কারণ, আগেই উল্লেখ করেছি, ক্ষমতা কব্জা করার পর আওয়ামী লীগ ও তার সরকার বিএনপিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিল। তারা প্রবল দমন-নিপীড়নের পাশাপাশি অবলম্বন করেছিল নানা চক্রান্ত। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেসব চক্রান্ত-উষ্কানী ব্যর্থ করে দিয়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্নার থেকে আমাদের উষ্কানী দেওয়া হয়েছে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও রক্তপাতের জন্য। কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ধীরস্থির ও ধৈর্যশীল ভূমিকা আমাদেরকে হটকারিতা থেকে রক্ষা করেছে, রক্ষা করেছে তৎকালীন সরকারের চক্রান্ত থেকে। আজ ইতিহাস সাক্ষী, দেশনেত্রীর প্রজ্ঞারই জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, বিএনপির মতো একটি বিশাল দলে অভ্যন্তরীণ যে দ্বন্দ্ব থাকার কথা, দেশনেত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব আমাদেরকে সেসব থেকেও সুনিপুণভাবে রক্ষা করেছে। সমস্ত ধরনের ক্ষোভকে দেশনেত্রী তখন আওয়ামী লীগ-সরকার-বিরোধী ক্ষোভে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

একটি দল যখন ক্ষমতায় আসে, আমাদের মনে রাখতে হবে, এই ক্ষমতার পেছনে থাকে অসংখ্য বীরের রক্ত, অনেক মায়ের অশ্রু, অগণিত বোনের দীর্ঘশ্বাস, অসংখ্য এতিমের হাহাকার এবং লাখো মানুষের বলীয়ান আত্মত্যাগ। তাই ক্ষমতা হচ্ছে আমানত। দায়িত্বশীলের কাছে ক্ষমতা হচ্ছে দায়িত্বে সর্বোচ্চ রূপ। আমরা যেন তা ভুলে না যাই।